চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

- চিনি কলের নামঃ মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড।
- অবস্থানঃ ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক সংলগ্ন।
- প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৬৫ খ্রিঃ
- চিনিকল প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবিঃ

- কল এলাকার মোট আয়াতনঃ ১৮৯.৯১(একর)

- মোট চাষের জমির পরিমানঃ ৪২০০০.০০ একর(মিল জোন এলাকায় আবাদযোগ্য জমির পরিমান)

- চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি(ডিলার মাধ্যমে, ফ্রি সেল,বস্তা, প্যাকেট ইত্যাদী ছবিসহ)ঃ ছবি সংযুক্ত।

⇨ সংরক্ষিত খাতঃ-
(ক) সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী।
(খ) পুলিশ,বিজিবি,ফায়ার সার্ভিস।
(গ) ফ্রি সেল ।

⇨ চিনি বিক্রয়ের খাত(ডিলার খাত সমূহঃ-
(ক) হোলসেল ডিলার।
(খ) থানা/জেলা ডিলার।
(গ) স্বয়ংক্রিয় শিল্প প্রতিষ্ঠান।
(ঘ) ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান।

<u>আখচাষ,চিনি উৎপাদন ও বিপনন</u>

- **চিনি কলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রস্তাবনা সমূহ কি কি ?**

ক) আর্থিক সমস্যা কারণে চাষীদের আখের মূল্য সময়মত পরিশোধ করতে না পারায় আখ চাষের উপর চাষীরা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে।ফলে রোপণ লক্ষ্যমাত্রা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

- **চিনিকলের উৎপাদনের পরিমান কমে যাওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ? আর কি কি করনীয় ?**

ক) মিলজোন এলাকার অধিকাংশ এলাকায় অধিকাংশ জমি সেচের আওতায় আসায় এবং গ্রামাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হওয়ায় চাষীরা বিভিন্ন ফসলের দিকে ঝুকে যাচ্ছে। ফলে আখ চাষ দিনে দিনে কমে যাওয়ায় আখের উৎপাদন কম হচ্ছে। আখ ফসল একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল। ফসলটি রোপনের পর প্রায় ১৪ মাস পর্যন্ত চাষীর জমিতে দন্ডায়মান থাকে। ফলে স্বল্প সময়ে ফসলের টাকা পাওয়ার জন্য প্রান্তিক চাষীরা দীর্ঘ মেয়াদী ফসল(আখ) চাষে দিন দিন আগ্রহ হারাচ্ছেন এবং স্বল্প মেয়াদী ফসলের দিকে ঝুকে যাচ্ছে। ফলে আখের উৎপাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে।

খ) আখ উচু এবং মাঝারী উচু জমির ফসল। অধিকাংশ চাষী বর্ণিত জমিতে অন্য ফসল চাষ করে নিচু জমিতে আখ চাষ করছেন। ফলে বর্ষাকালে নিচু জমিতে বৃষ্টির পানি জমে থাকায় আখের ফলন কম হয়ে মোট আখ উৎপাদন ও চিনি উৎপাদন উভয় কমে যাচ্ছে।

গ) বিএসআরআই কর্তৃক বর্তমান সময়ে শংকরায়িত উদ্ভাবিত জাতগুলি উদ্ভাবনের ২-৩ বছরের মধ্যে জাতের বিশিষ্ট Segrigation হয়ে আখের ফলন এবং চিনি আহরণের হার কম হয়ে আখের ফলন ও চিনি উৎপাদন উভয় কমে যাচ্ছে।

ঘ) আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটায় গ্রাম অঞ্চলের অধিক জমির অধিকাংশ চাষীগণ নিজেরা চাষ আবাদ না করে প্রান্তিক চাষীদের নিকট জমি লীজ প্রদান করে থাকেন এবং লীজ গ্রহনকারী প্রান্তিক চাষীগন দীর্ঘ মেয়াদী আখ ফসল না করে স্বল্প মেয়াদী ফসলের দিকে ঝুকে পড়ছেন। বিধায় আখ চাষ দিন দিন কমে উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

ঙ) আখ চাষীরা তাদের উৎপাদিত আখের মূল্য সরবরাহের পর যথা সময়ে না পাওয়ার কারণে হতাশ হয়ে চাষীরা দিন দিন আগ্রহ হরাচ্ছেন। ফলে মিল জোন এলাকায় দিন দিন আখের চাষ কম হয়ে আখ উৎপাদন ও চিনি উৎপাদন কমে যাচ্ছে।

<u>উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগ সমূহঃ</u>

ক) আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্য্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীগন চাষীর সাথে প্রতিনিয়ত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ও খামার পরিদর্শন উঠান বৈঠক, দলীয় সভা, চাষী সম্মেলন ও খামার দিবস উদযাপন করে মাঠে বিভিন্ন কলা কৌশল প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্বক আখ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এলাকার গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে আখ চাষ বৃদ্ধির সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

খ) মিল ও বিএসআরআই এর উদ্যেগে এলাকায় আখ চাষীদের উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগে আখ চাষের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একাধিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গ) শিক্ষামূলক ভ্রমনের মাধ্যমে আখ চাষীদের আখ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঘ) আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য জোন এলাকার হাটে,বাজারে সহ জন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ঙ) চাষীদের দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ও আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সনাতন ওজন যন্ত্র পরিবর্তন করে সকল কেন্দ্রের ডিজিটাল ওজন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং গেজেট প্রনয়ন ও পূর্জি বিতরণ পদ্ধতি সম্পন্ন পরিবর্তন করে ই-গেজেট ও ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতি পরিবর্তন করে মোবাইল ব্যংকিং এর মাধ্যমে চাষীদের আখের মূল্য প্রদান পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে।

আর কি কি করনীয়ঃ

ক) আখ চাষে আরো উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য ৩/৪ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) আগাম আখ চাষ বৃদ্ধির স্বার্থে চাষীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকারী পর্যায় চাষীদের ভর্তূকি প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

গ) সরকারী ভাবে মিলজোন এলাকায় ক্রপজোন গঠন করা যেতে পারে।

- **স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছিল ? আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে?**

ক) আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠ পর্য্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীগন চাষীর সাথে প্রতিনিয়ত নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা ও খামার পরিদর্শন উঠান বৈঠক, দলীয় সভা, চাষী সম্মেলন ও খামার দিবস উদযাপন করে মাঠে বিভিন্ন কলা কৌশল প্রয়োগ প্রদর্শন পূর্বক আখ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এলাকার গন্য মান্য ব্যক্তিবর্গ সহ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করে আখ চাষ বৃদ্ধির সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

খ) মিল ও বিএসআরআই এর উদ্যেগে এলাকায় আখ চাষীদের উন্নত কলাকৌশল প্রয়োগে আখ চাষের উদ্বুদ্ধ করার জন্য একাধিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

গ) শিক্ষামূলক ভ্রমনের মাধ্যমে আখ চাষীদের আখ চাষে আগ্রহ সৃষ্টির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ঘ) আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য জোন এলাকার হাটে,বাজারে সহ জন গুরম্নত্বপূর্ণ স্থানে পোষ্টার, লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে।

ঙ) চাষীদের দীর্ঘ দিনের দাবীর প্রেক্ষিতে ও আখ চাষ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সনাতন ওজন যন্ত্র পরিবর্তন করে সকল কেন্দ্রের ডিজিটাল ওজন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে এবং গেজেট প্রনয়ন ও পূর্জি বিতরণ পদ্ধতি সম্পন্ন পরিবর্তন করে ই-গেজেট ও ই-পূর্জি পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। সনাতন পদ্ধতি পরিবর্তন করে মোবাইল ব্যংকিং এর মাধ্যমে চাষীদের আখের মূল্য প্রদান পদ্ধতিও চালু করা হয়েছে।

আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতে পারে ?

ক) আখ চাষে উৎসহ বৃদ্ধি করার জন্য চাষীদের সরবরাহকৃত আখের মূল্য জ্জ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার ব্যবস্থা নিতে হবে।

খ) আগাম আখ চাষবৃদ্ধির স্বার্থে চাষীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য সরকারী পর্যায় চাষীদের ভর্তূকি প্রথা চালু করা প্রয়োজন।

গ) সরকারী ভাবে মিলজোন এলাকায় ক্রপজোন গঠন করা যেতে পারে।

- ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকল সমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ)ঃ

ইক্ষু ক্ষেত হতে যোগাযোগের জন্য প্রতিবছর কাঁচা পাকা রাস্তা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর নিয়ন্ত্রনাধীন সুগার মিলস জোন এলাকাধীন ইক্ষু দ্রুত পরিবহনের সুবিধার্থে মিলস কর্তৃপক্ষ নিয়ম-নীতি অনুসরণ পূর্বক প্রেস টেন্ডার এর মাধ্যমে প্রকল্প অনুদান (মুলধন) এবং পন্য ও সেবা সহায়তা (আবর্তন অনুদান) এর অর্থায়নে রাস্তা,ঘাট, ব্রীজ,কালভার্ট নির্মাণ/ সংস্কারের প্রকল্প গ্রহণ,বাছাই অনুমোদন ও বাসত্মবায়ন করা হয়ে থাকে।

- ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র(আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে(ছবিসহ) ? ঃ

আধুনিক পদ্ধতিতে ওজনঃ

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র সমূহে সনাতন ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে চাষীদের আখের ওজন নেওয়া হতো উক্ত পদ্ধতিতে ওজনের ব্যাপারে চাষীদের আস্থা ও স্বচ্ছতা কম ছিলো। পরবর্তী ২০১৫-১৬ মাড়াই মৌসুম থেকে চাষীদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মেকানিক্যাল যন্ত্র ঠিক রেখে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রে রুপান্তর করা হয়েছে। যার প্রেক্ষিতে চাষীরা মনিটরে স্বচক্ষে ওজন রিডিং দেখে আখের ওজন নিশ্চিত করে নেন।

লোডিং সিস্টেমঃ

প্রতিটি আখ ক্রয় কেন্দ্রে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রেস টেন্ডারের মাধ্যমে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয় এবং সিডিউলে বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী লেবার নিয়োগ করে আখের বোঝাই কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে আখ ক্রয় কর্মসূচী মোতাবেক প্রতিদিন সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৪.০০ ঘটিকা পর্যন্ত আখ ক্রয় করা হয়। আখ ক্রয়কালীন সময়ে কেন্দ্রে ক্রয়কৃত আখ লোডিং শ্রমিক দ্বারা লোডিং সম্পন্ন করে মিলের নিজস্ব পরিবহনে (ট্রাকটর, ট্রলি ও ট্রাক) এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে মাড়াইয়ের জন্য মিলে সরবরাহ করা হয়। (ছবি সংযুক্ত)ঃ

স্বল্প সময়ের আগমনের পদক্ষ ক্ষ প সমূহঃ

ক্রয়কৃত আখ ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাড়াইয়ের জন্য মিলে নিয়ে আসা হয়।
এ কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার জন্য মনিটরিং সেল সার্বক্ষণিক তদারকী করেন যাতে সতেজ আখ মিলে সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

- **চিনি বিপণনে সমস্যা সমূহ কি কি ? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় ?**

বেসরকারী চিনিকল সমূহের ক্ষেত্রে চিনির মূল্য সরকারী চিনিকলের চিনির মূল্য অপেক্ষা কম। তাছাড়া বেসরকারী চিনিকল সমূহের ক্ষেত্রে ভোক্তা পর্যায় বিপণনের সুব্যবস্থা থাকলেও সরকারী চিনিকলের ক্ষেত্রে ডিলার ব্যবস্থায় চিনি বিক্রয় হওয়ায় এখাতে চিনি বিপণনের সমস্যা হয়। সরকারী চিনিকলের ন্যায় বেসরকারী চিনিকল গুলোয় একই মূল্য স্থির করা হলে এবং ভোক্তা পর্যায়ে সহজে সরকারী চিনি বিপণনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

- **চিনিকলের অধীন চাষযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণঃ**

চিনিকলের অধীন সকল চাষযোগ্য জমি চাষের আওতায় আনা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তার সাফল্য নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

(ক) ৩০.০০ একর জমিতে আখ চাষ করা হয়েছে।

(খ) জলাশয়ে মাছচাষ করা হয়েছে। আয়- ১.০০.০০০.০০ টাকা।

(গ) বিভিন্ন প্রকার সবজী চাষ। আয়- ৫০.০০.০০০.০০ টাকা।

(ঘ) বিভিন্ন প্রকার ফল হতে আয়- ১.০০.০০০.০০ টাকা।ঃ

চিনির বাইপ্রোডাক্ট ও এর ব্যবহারঃ

- **কি কি বাইপো্রডাক্ট উৎপন্ন হয় ? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ কত ?**

সুগার মিলের উৎপাদিত বাইপ্রোডাক্ট সমূহ নিম্নরুপঃ

(ক) মোলাসেস
(খ) ব্যাগাছ
(গ) ফিল্টার কেক ।

বিগত ১০ বছরে বাইপ্রোডাক্ট উৎপাদনের পরিমাণ নিম্নরুপঃ

মৌসুম	মোলাসেস (মেঃ টন)	ফিল্টার কেক (মেঃ টন)	ব্যাগাস (মেঃ টন)
২০১৭-১৮	৪৭৩০.০০	৩৩৭৯.০০	৩৯৪৭৪.০০
২০১৬-১৭	৩২১০.০০	২৩২০.০০	২৭২২৩.০০
২০১৫-১৬	২৮০৯.০০	১৯৭৫.০০	২৩৭৭১.০০
২০১৪-১৫	৪৫৮৬.০০	৩২৫২.০০	৩৯২৮৮.০০
২০১৩-১৪	৬২০১.০০	৪৪২৮.০০	৫৩৯৪৪.৬৭
২০১২-১৩	৫৩৮৮.০০	৩৭৪৯.০০	৪৬৪৬৫.০০
২০১১-১২	৩১৪৫.০০	২৬৬০.০০	৩৩৪৯৫.০০
২০১০-১১	৫৭৮৭.০০	৪০০০.০০	৪৭০৬০.০০
২০০৯-১০	৩২৩০.০০	২২২৫.০০	২৬৮৭৯.০০
২০০৮-০৯	৩০৮০.০০	২২৫০.০০	২৪৫৬১.০০

- **দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদোগ সমূহ কি কি**

(ক) সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ সৃষ্টি।
(খ) গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দক্ষ জন বল নিয়োজন।
(গ) মিল পর্যায়ে বা বাইরের প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ।

- **চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা,যাতায়াত,আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ-সুবিধা রয়েছে ?**

মিলের নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। সেখানে একজন রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাধারণ চিকিৎসা প্রদান করা হয়। বিধি মোতাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শ্রমিকরা চিকিৎসা ভাতা,নববর্ষ ভাতা, উৎসব ভাতা পেয়ে থাকেন। মাঠপর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ইক্ষু সম্প্রসারণ বৃদ্ধি ও সংগ্রহসহ অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য যথাক্রমে মোটর সাইকেল ও বাইসাইকেল ক্রয়ের জন্য আর্থিক ঋণ প্রদান করা হয়। যা মাসিক ভিত্তিতে কর্তন যোগ্য। মিলের নিজস্ব আবাসিক এলাকায় ধারন ক্ষমতা অনুসারে মাসিক বাড়িভাড়া কর্তন সাপেক্ষে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের গ্রেড অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া প্রযোজ্য কর্মচারী ও শ্রমিকদের নাইট শীফট ভাতা ও পোশাক পরিচ্ছদ প্রদান করা হয়।

- **চিনিকলের সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সংখ্যা কত ?**

সিবিএ'র সংখ্যা ০১ টি এবং এর সদস্য সংখ্যা ১৩ জন।

<u>চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন</u>

- **চিনিকলের যন্ত্রপাতি সমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ**

মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থাঃ স্বাধারনত একটি চিনিকলের আয়ুস্কাল ২০ বছর ধরা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালে স্থাপিত মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ কারখানার অধিকাংশ যন্ত্রপাতির আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। যন্ত্রপাতি সমূহ জরাজীর্ণ হওয়ার কারণে প্রতি বছর উচ্চ ব্যয়ে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ ও সংকটময় অবস্থায় মৌসূম অতিবাহিত করতে হচ্ছে। ফলে মৌসূমে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্রেকডাউনের কারনে মাড়াই কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। নিম্নে অত্র কারখানার গুরুত্বপূর্ণ কিছু যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থা তুলে ধরা হলোঃ

(ক) পাওয়ার টারবাইনঃ

মিল প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত প্রতিটি ১ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ২ টি পাওয়ার টারবাইন এক সাথে চালিয়ে মিল চালাতে হয়, যার আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে কম ইফিসিয়েন্সিতে চলছে এবং এর স্টীম কনজাম্পশন বেশী হওয়ায় জ্বালানি খরচ অনেক বেশী।

(খ) মিল টারবাইনঃ

মিল প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত ২ টি এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে স্থাপিত ১ টি মোট ৩টি মিল টারবাইন একসাথে চালিয়ে মিল চালাতে হয়, যার আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ ও সংকটময় অবস্থায় মিল টারবাইন চলছে। মিল টারবাইনের ত্রুটির কারনে বিগত কয়েক বছর যাবত মিলের মাড়াই কার্যক্রম মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

(গ) বয়লারঃ

অত্র মিলে মিল প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত প্রতিটি ঘন্টায় ১৬ মে.টন স্টীম উৎপাদন ক্ষমতার ৩টি বয়লার এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে স্থাপিত ঘন্টায় ৩০ মে.টন স্টীম উৎপাদন ক্ষমতার ১টি বয়লার আছে। সবগুলো বয়লারের আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেলেও প্রতি বছর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে ১৬ মে.টন ক্ষমতার ৩টি বয়লার মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মৌসূমে প্রায়শ বয়লারের সমস্যার কারনে মাড়াই বিঘ্নিত হয়। বয়লারগুলি পুরাতন মডেলের হওয়ায় জ্বালাণী খরচ অনেক বেশী। ফলে প্রতি বছর মিল জ্বালানি সংকটের সম্মুখিন হচ্ছে।

(ঘ) ডরঃ

অত্র মিলে ১৮০ মে.টন রস ধারন ক্ষমতার পুরাতন মডেলের ১টি ডর (ক্লারিফায়ার) রয়েছে। অধুনিক ক্লারিফায়ার এর তুলনায় যার রিটেনশন টাইম বেশী এবং সেটলিং রেট কম, ফলে প্রসেস লস বেশী হয়।

(ঙ) ক্রিস্টালাইজারঃ

অত্র মিলের প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত ৭টি এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে স্থাপিত ২টি মোট ৯টি ক্রিস্টালাইজারের আয়ুস্কাল শেষ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সময়ে ওয়ার্ম, ওয়ার্ম হুইল, গিয়ারবক্স, মেইন শ্যাফট, কন্ডিশনিং কয়েল বারবার পরিবর্তন ও মেরামত করে কিস্টালাইজারগুলি চালালেও বর্তমানে সন্তোষজনক ইফিসিয়েন্সিতে চালানো যাচ্ছে না। ফলে রিকভারীর উপর বিরুপ প্রভাব পড়ছে।

(চ) সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনঃ

প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত ৪টি এ-সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন (যার মধ্যে বর্তমানে ৩টি চালু) এবং ৩ টি কন্টিনিউয়াস সি-সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন রয়েছে। সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিনগুলি অত্যন্ত পুরাতন, জরাজীর্ণ হওয়ায় বারবার মেরামত করে অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় চালানো হলেও গুণগত মানসম্পন্ন চিনি উৎপাদন সম্ভব হয় না এবং চিনি আহরন হারের উপর বিরুপ প্রভাব পড়ে। পুরাতন মডেলের এ-সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন হওয়ায় বাজারে উহার স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় এ-সেন্ট্রিফিউগ্যাল মেশিন ৩টিও চালু রাখা দুরুহ হযে পড়েছে।

(ছ) প্রতিষ্ঠাকালিন সময়ে স্থাপিত একমাত্র ১৮৫ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ডিজেল জেনারেটরটি বারবার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে চালানো হলেও বর্তমানে এর যন্ত্রাংশ বাজারে না পাওয়ায় মেরামত অযোগ্য হয়ে পড়েছে।

গবেষণা

- **চিনিকলে আধুনিক গবেষনাগার রয়েছে কি? যদি না থাকে সে বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে তা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করুন ।**

চিনিকলে আধুনিক গবেষনাগার নেই। তবে বিদ্যমান ল্যাবরেটরীতে আলাদা কেমিস্ট নিয়োজন করে এবং ল্যব এনালিস্ট ও রেকর্ড কেমিস্ট এর শূণ্য পদে বিএসসি পাশ জনবল নিয়োজন করে তাদেরকে বিএসটিআই ও সাইন্স ল্যবরেটরীতে আধুনিক ল্যবরেটরীজ ইকুয়েপমেন্ট ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। এবং পর্যায়ক্রমে লাবরেটরীতে চিনি কলের জন্য প্রয়োজনীয় আধুনিক ইকুয়েপমেন্ট ক্রয় করে বিদ্যমান ল্যাবরেটরীকে আধুনিকায়ন করা যেতে পারে। করপোরেশনে পূর্বের ন্যায় রিসার্স এন্ড ডিভলপমেন্ট সেল খোলা প্রয়োজন।

- **বেসরকারী চিনিকল সমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারী চিনিকল সমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা**

বেসরকারী চিনিকল সমূহের অবাধ আমদানী সুবিধা আছে। পাশাপাশি ভোক্তাদের মাঝে তুলনামূলক কমদামে পৌঁছে দেয় পক্ষান্তরে সরকারী চিনিকল সমূহ ঋণ সুবিধা,মুড়ি আখে ও এসটিপিতে ভর্তুকি সুবিধা পাচ্ছে।

পরিবেশ সুরক্ষা

- **চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহন কর হয়েছে ?**

তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য ১৪ টি চিনিকলে পর্যায়ক্রমে ইটিপি স্থাপনের নিমিত্তে একনেক সভায় অনুমোদন দিয়েছে। মধ্যবর্তীকালিন সময়ের জন্য অত্র মিলের তরল বর্জ্য সেমিপাকা ড্রেনের মাধ্যমে মিলের পরীক্ষামুলক খামারের জমিতে নেয়া হয়। খামারের জমিতে পর্যায়ক্রমে ৬ টি লেগুন খনন করা হয়েছে। তরল বর্জ্যের সাথে কলিচুন মিশ্রিত করে লেগুনে পাঠানো হয়। লেগুনে বর্জ্যের অপদ্রব্য থিতিয়ে যায় এবং পরিশেষে বিশুদ্ধ পানি কৃষি কাজে ব্যবহার হয়।